# লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি

## ভিন্ন বর্ণে, ভিন্ন দৃষ্টিতে

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

সম্পাদনা
সুব্রত পাল
শুভাশিস ভট্টাচার্য

পুস্তলেখা

Scanned with CamScanner

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

ISBN
978-93-81858-50-9

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক
গুণেন শীল
পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো
কলকাতা ৯
যোগাযোগ ৯৮৩১১১০৯৬৩

প্রচ্ছদ
মৃণাল শীল

বর্ণসংস্থাপক
অ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন
কলকাতা-৩৬

মুদ্রক
ভারতী অফসেট
কলকাতা-১১৮

দাম
৩০০.০০

Scanned with CamScanner

# সূচি

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

লোককথার উৎস সন্ধান : একটি সরল প্রয়াস — ইন্দ্রমাধব দ
হারিয়ে যাওয়া রূপকথাগুলি — বিপাশা চৌধুরী ২১
ডাক ও খনার বচন : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা — আশিস দেবনাথ ২৬
বাংলার লোকসংগীত : লোকজীবনের বিচিত্র আলেখ্য — সজল দাস ৩৬
বাংলার টুসু গান : প্রসঙ্গ ভাষা আন্দোলন — মানিক মৈত্র ৪৩
ভাওয়াইয়া গান : অর্থনৈতিক ভাবনার আলোকে — তুফান রায় ৫০
প্যারীমোহনের ভাওয়াইয়া গান : প্রসঙ্গ শিক্ষাভাবনা — সুব্রত পাল ৫৬
লোকসাহিত্যে নারী বঞ্চনার মুকুর — অন্বেষা দাস ৬২
বাংলার লোকসাহিত্যে মিথের ব্যবহার — ঈশ্বর চন্দ্র বর্মণ ৭২
রাজবংশী লোকসাহিত্য : বৈচিত্র্যের অন্বেষণে — দীপঙ্কর দাস ৮৪
আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন : সমাজ বাস্তবতা — পতন দাস ৯৭
লোককথায় কোচবিহারের লৌকিক দেবতা ধুলিয়া — রবীন্দ্র কুমার বর্মন ১০৪
কুচবিহার অঞ্চলের বিয়ে ও বিয়ের গানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক —
আমজাদ হুসাইন ১০৮
পুরুলিয়ার লৌকিক দেব-দেবী : স্বরূপ ও অবস্থান — নবীন দাস ১২০
বিশ্বায়ন বনাম লোকক্রীড়া : আধুনিকতার দাপটে লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি —
হৃদয় রঞ্জন সরকার ১২৮
আর্কিটাইপ্যাল ক্রিটিসিজম্ ও মনসামঙ্গল কাব্য — জয় দাস ১৩৫
উত্তরের লৌকিক মহাকাব্য 'গোপীচন্দ্রের গান'-এ রামায়ণের প্রভাব —
সম্রাট দাস ১৪৩
প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা : প্রসঙ্গ লোকাচার — উত্তম কুমার মণ্ডল ১৪৭
লোকজীবন ও লোকমননের স্বরূপ বিচার : প্রেক্ষিত গোসানীমঙ্গল কাব্য —
তাপস মণ্ডল ১৬১
প্রসঙ্গ লোকচিকিৎসা ও আধুনিক সাহিত্য — মোনাব মণ্ডল ১৭১
অন্নদাশঙ্কর রায়ের লোকসংস্কৃতি ভাবনা — উত্তম দাস ১৮২
মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' : প্রসঙ্গ শবর লোককথা ও লোককৃত্য —
দীপঙ্কর সরকার ১৯০
ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' : লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার প্রসঙ্গ —
কৃষ্ণ মোহন ভৌমিক ১৯৯
Mythologizing Folk Cultures : Reading Folk Literatures from a
Mythic-Cultural Perspective – Subashish Bhattacharjee ২০৮

Scanned with CamScanner

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

# ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' : লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার প্রসঙ্গ

কৃষ্ণ মোহন ভৌমিক

কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতই আদিমকাল থেকেই মানুষের মনে অবস্থান করে আসছে নানা বিশ্বাস ও সংস্কার। এই বিশ্বাস ও সংস্কার প্রবহমান—এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে নিরন্তর প্রবাহিত হয়। হয়ত কোন কোন বিশ্বাস বা সংস্কার কোন একটি স্তরে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সেখানেও জন্ম নেয় নতুন কোন বিশ্বাস-সংস্কার।

সাধারণভাবে ইংরেজি 'Folk belief' এবং 'Superstition' শব্দ দুটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে যথাক্রমে 'লোকবিশ্বাস' ও 'লোকসংস্কার' শব্দদুটি ব্যবহৃত হয়। যদিও 'Superstition' শব্দটির সঙ্গে 'লোকসংস্কার'-এর পার্থক্য আছে। লোকসংস্কারকে আমরা দু'টো শ্রেণিতে ভাগ করে দেখতেই পছন্দ করি—'সু' এবং 'কু'। সব সংস্কারই খারাপ নয়, তাদের মেনে চলার পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণ বর্তমান। কিন্তু 'superstition' শব্দে সংস্কারের শুধু মন্দ দিকটিই পরিস্ফুট হয়।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট যেমন বলেছিলেন—প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে, তেমনি আদিম যুগের মানুষের মনেও ভাবনা ছিল যে, কোন কিছুই অকারণে ঘটে না। তবে আমরা যেমন ভাবে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি, আদিম যুগের মানুষ সেই পদ্ধতিতে না দেখে, দুটি কাকতালীয় ঘটনার মধ্যেও কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুধাবন করেছে। পরপর ঘটা দুটি ঘটনার মধ্যে কাকতালীয় দোষ উপলব্ধি করতে না পেরে তাদের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করে নেওয়া, এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে তাদের মনে বিশ্বাস। তাই পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে লেখেন—

"আদিমকাল থেকেই মানুষের অজস্র রকমের বিচিত্র সংস্কার এবং বিশ্বাস গড়ে উঠেছে কার্য এবং তার অন্তর্লীন কারণগুলির যথার্থ সম্পর্ক যে কী, সেটির বিশ্লেষণ না করতে পারারই ফলে।"[১]

বিশ্বাস যখন জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী হয়ে যায়, আচরণ সিদ্ধ, প্রথাসিদ্ধ হয়, তখনই তা সংস্কারে পরিণত। সহজভাবে বলা যেতে পারে সংস্কার হল বিশ্বাসের ক্রিয়াত্মক রূপ।

সমস্ত লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কারের মূলে রয়েছে অমঙ্গল চিন্তা। অমঙ্গলকে দূরে রাখার মানসিকতা থেকেই সংস্কারগুলিকে মেনে চলে মানুষ। নিন্দনীয় সংস্কারগুলিকেই আমরা কুসংস্কার বলে অভিহিত করি। তবে একটি কথা স্মর্তব্য, যা একজনের কাছে



Scanned with CamScanner